দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ : 26 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

রমরমা তদ্বির বাণিজ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে!

তপন বিশ্বাস ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলছে রমরমা তদ্বির বাণিজ্য। সারা বছর এই মন্ত্রণালয়ে তদ্বিরের চাপ থাকলেও চলতি মাসে প্রায় ৮ শ' প্রভাষক পদোন্নতি পাওয়ায় পছন্দমতো পোস্টিং পেতে প্রার্থীদের লবিং এই চাপকে আরও

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

রমরমা তদ্বির

(১২-এর পাতার পর)

বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে অসাধু কর্মকর্তারা হাতিয়ে নিচ্ছেন বিপুল অঙ্কের টাকা। এই অপরাধে ইতোমধ্যে এক সিনিয়র সহকারী সচিবকে ওএসডি করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক কর্মকর্তাদের নিয়ে নিজেই বসেছেন পোস্টিংয়ের তালিকা তৈরিতে। এর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাস ইস্যু সাময়িক বন্ধ করা হয়েছে।

গত ১৪ ও ১৫ মে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ শ' ৮০ প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এই পদোন্নতির পর থেকে শুরু হয় পছন্দের জায়গায় পোস্টিং নেয়ার জোরালো তদ্বির।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই তদ্বিরে সরকারী দলের বেশ কয়েক এমপি, হুইপ ও প্রতিমন্ত্রীও জড়িত। সূত্র জানায়, ৬ নং ভবনের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবন) এক প্রতিমন্ত্রী তাঁর এক ভাইয়ের এই তদ্বির নিয়ে তিনবার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার একাধিক এমপি ও একজন হুইপ মন্ত্রীর দফতরে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে বরং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন-কারও সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। সকল সাক্ষাত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন তিনি।

গত দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার তিনি কাউকে সাক্ষাতের সুযোগ দেননি। এ দু'দিন তিনি সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের নিয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এই শিক্ষকদের কাকে কোথায় পোস্টিং দেয়া যায় তার তালিকা তৈরি করেন।

বুধবার মন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাস ইস্যু বন্ধ রাখা হয়। তালিকা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পাস ইস্যু বন্ধ থাকবে। এ ছাড়াও তিনি গেটে থাকা পুলিশকে বহিরাগতদের গেটের ভিতরে ঢুকতে না দেয়ার নির্দেশ দেন।

অপর এক সূত্র জানায়, মন্ত্রীর এই কাজে সহযোগিতা করা কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে মন্ত্রীকে বুঝিয়ে কোন কোন প্রার্থীকে তাঁদের পছন্দের জায়গায় পোস্টিং নিশ্চিত করছেন। এর মধ্যে শিক্ষা অধিদফতরের কিছু কর্মকর্তা অর্থের বিনিময়ে এই কাজ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।